দৈনিক বাংলা

তারিখ 3 4 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

# ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ঃ কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব

দেশের কয়েকটি এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় এবং স্কুলভবন ভেঙ্গে যাওয়ায় লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা উপকরণের সমস্যা রয়েছে। গাইবান্ধা, পটুয়াখালী, মাদারীপুর, ঈশ্বরদী প্রভৃতি এলাকায় কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ অবস্থা বিরাজ করছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা পটুয়াখালী থেকে জানান, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় ৮৯ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হলেও তার অর্ধেকই নিয়মিত গরহাজির থাকছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জরীপ রিপোর্টে জানা গেছে, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ২ লাখ ২১ হাজার ৯শ'। এদের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৯৭ হাজার ৪শ' ১৭ জন। এতে শিশুভর্তির হার হচ্ছে শতকরা ৮৮ দশমিক ৯৬ ভাগ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কাগজপত্রে ভর্তিকৃত শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতকরা ৭৫ ভাগ। বাস্তবক্ষেত্রে, শহরের বিদ্যালয়গুলোতে শিশু উপস্থিতির হার অনেকটা বেশী হলেও পল্লী এলাকায় উপস্থিতি খুব কম। গড় উপস্থিতি ৫০ ভাগের বেশী নয়। বর্ষা মৌসুমে যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ২৫%-এ পৌঁছে।

অপরদিকে, বাউফল থানার পূর্ব মহাশ্রাদ্ধি সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের ৬টি শ্রেণীতে দু'জন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন। ফলে, দু'জনমাত্র শিক্ষকের পক্ষে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না।

এই বিদ্যালয়ে গত এপ্রিল '৯২ পর্যন্ত ৪ জন শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তিতে গত ৩ বছরে ঐ বিদ্যালয়ে ৬ বার শিক্ষক বদলী করা হয়। বর্তমানে সেখানে দু'জন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন। একজন প্রধান শিক্ষক এবং অপরজন সহকারী প্রধান শিক্ষক। উক্ত প্রধান শিক্ষক আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বাধ্যতামূলক শিক্ষা কমিটির সচিব। তাছাড়া, তাকে বিদ্যালয়ের অফিস সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন সময়ে থানা শিক্ষা অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়।

বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৬টি শ্রেণীতে ৩শ' ২১ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কখনও দু'জন, আবার কখনও একজন শিক্ষকের পক্ষে ৬টি শ্রেণীতে পাঠদান সম্ভব হয় না।

## গাইবান্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান, গাইবান্ধা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত জরীপ রিপোর্ট অনুযায়ী, জেলায় স্কুলে ভর্তি না হওয়া শিশুর সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার।

সরকার আগামী ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহসহ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তাদান এবং ব্যাপক প্রচারাভিযান শুরু করেছেন। গরীব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন। প্রত্যেক থানার দু'টি করে ইউনিয়নকে বর্তমানে এই কর্মসূচীর আওতায় নেয়া হয়েছে। এসব এলাকায় ছাত্র ভর্তি এবং উপস্থিতির হার শতকরা ৯০ থেকে ১০০ ভাগ।

কিন্তু বাকি ইউনিয়নগুলোতে এই কর্মসূচী চালু না হওয়ায়, সেগুলোতে শিশুভর্তির হার এখনও অনেক কম।

"প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জরীপ অনুযায়ী, জেলায় ৭শ' ৩৮টি সরকারী এবং ২শ' ৭৫টি বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের আওতায় স্কুল গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা রয়েছে মোট ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৯শ' ৭৩ জন। এর মধ্যে ভর্তি হয়েছে ২ লাখ ৭০ হাজার ১শ' ৮১ জন।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনিয়মিত স্কুল পরিদর্শন, শিক্ষকদের দলাদলি-রাজনীতি ইত্যাদি কারণে গাইবান্ধার প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

## মাদারীপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা মাদারীপুর থেকে জানান, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার ৮৫নং ফলসি উত্তরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন না থাকায় বিদ্যালয়টির দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ রয়েছে।

গত '৯৪ সালের এক ঝড়ে ফলসি উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ভবন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘ এক বছরেও বিধ্বস্ত বিদ্যালয় ভবনটি পুনঃনির্মাণ করা হয়নি। ফলে, দু'শতাধিক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসছে না এবং তাদের লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থাও করা সম্ভব হচ্ছে না।